তারিখ 25 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

প্রথম আলো

ছাত্রলীগের হামলায় শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন পণ্ড, আহত ১০

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ছাত্রলীগের এক পক্ষের হামলায় মহাখালীতে সরকারি তিতুমীর কলেজে স্নাতক (সম্মান) চূড়ান্ত বর্ষের শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন কর্মসূচি পণ্ড হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকালে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার ফরম পূরণে বর্ধিত ফি বাতিলসহ কয়েকটি দাবিতে কলেজ চত্বরে মানববন্ধন কর্মসূচি শুরু করলে তাঁদের ওপর হামলা চালানো হয়। এতে অন্তত ১০ শিক্ষার্থী আহত হন। তাঁদের মধ্যে দর্শন বিভাগের ছাত্র রহমত হোসেন ও ইতিহাস বিভাগের ছাত্র ইয়াজুল ইসলামকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা দাবি করেন, চতুর্থ বর্ষের ফরম পূরণের ফি বাবদ প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে ১ হাজার ৩০০ টাকা করে বেশি নেওয়া হচ্ছে। সেশন ফি নেওয়া হচ্ছে ৭০০ টাকা বেশি। এভাবে বিভিন্ন খাত মিলিয়ে প্রায় আড়াই হাজার টাকা বেশি নিচ্ছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। এ কারণে গত বৃহস্পতিবার থেকে তাঁরা আন্দোলন শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তাঁরা কলেজ চত্বরে মানববন্ধন করেন। ওই সময় কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মিরাজুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মানিক হোসেনের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের কর্মীরা মানববন্ধনে হামলা চালান এবং শিক্ষার্থীদের মারধর করেন। এতে ১০ ছাত্র আহত হন।

তিতুমীর কলেজে

শিক্ষার্থী রাজীব আহম্মেদ বলেন, হামলার মুখে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে ও শ্রেণিকক্ষে আশ্রয় নিলেও ছাত্রলীগের কর্মীরা অধ্যক্ষের সামনেই ছাত্রদের বেধড়ক পেটান। এ সময় বেসরকারি দুটি টিভি চ্যানেল ভিডিও চিত্র ধারণ করতে গেলে তাদের ক্যামেরা ভাঙচুর করেন তাঁরা। আহত ছাত্রদের প্রথমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে আটজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। গুরুতর অবস্থায় ইয়াজুল ও রহমতকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়।

শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার কারণ জানতে চাইলে তিতুমীর কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মানিক হোসেন গতকাল সন্ধ্যায় *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁরা ছাত্রদের মারধর করেননি। মানববন্ধন চলাকালে বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালাউদ্দিন খান আসামাত্র ছাত্ররা দৌড়ে পালিয়ে যান। চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনের নামে অন্য বর্ষের শিক্ষার্থীদের এবং বাইরের কলেজ থেকে শিক্ষার্থী ডেকে এনে মানববন্ধন করেন।

মানিক দাবি করেন, আন্দোলনকারীরা তাঁদের দাবিদাওয়ার বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ও পুলিশের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও বসেননি। কলেজ কর্তৃপক্ষকে হেনস্তা করতে অন্যের ইন্ধনে কয়েক দিন ধরে তাঁরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে আসছিলেন। কর্তৃপক্ষ বেশি টাকা নিচ্ছে, এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি তাঁরা।

গতকাল সন্ধ্যায় যোগাযোগ করা হলে কলেজের অধ্যক্ষ আবু হায়দার মোহাম্মদ নাসের *প্রথম আলোকে* বলেন, 'টাকা বেশি নেওয়ার ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। তা ছাড়া শিক্ষার্থীরা তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে আমার কাছে আসেনি। বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর ফরম পূরণ শেষ হয়ে গেছে।'

পুলিশের গুলশান জোনের সহকারী কমিশনার রফিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পর পুলিশ তিতুমীর কলেজের ছাত্রাবাসে অভিযান চালিয়ে দুজন বহিরাগতসহ হামলাকারী সাতজনকে আটক করেছে। তাঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।